দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 23 APR 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

রংপুর মেডিক্যালে ছাত্রদলের ওপর শিবিরের হামলা, সংঘর্ষ ॥ পুলিশের গুলি, আহত ৫০

নিজস্ব সংবাদদাতা, রংপুর থেকে ॥ রংপুর মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রদলের ওপর শিবিরের হামলা, ধাওয়া পাল্টাধাওয়া, সংঘর্ষ, পুলিশের কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণে অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছে। এর পর কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

সোমবার গভীর রাতে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা ছাত্রদলের নেতাকর্মী ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে কলেজের পিনু ছাত্রাবাসে অবস্থান নেয় এবং সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে রাখে। ফলে মঙ্গলবার ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গতকাল সকাল থেকেই ঐ দু'টি সংগঠনের সশস্ত্র কর্মীবাহিনীর মধ্যে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে এবং বিক্ষুব্ধ ছাত্র ও পুলিশের ধাওয়া পাল্টাধাওয়া, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ, গুলিবর্ষণ ও লুটপাটের ঘটনায় বহিরাগতসহ অর্ধশত ব্যক্তি আহত হয়। আহতদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় ৭ ছাত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ অবস্থায় পরিস্থিতি সামাল দিতে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে। বর্তমানে কলেজে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। ক্যাম্পাসে প্রচুর দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে ছাত্রদলের বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরাও কলেজে সশস্ত্র শিবির কর্মী ও বহিরাগত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও শান্তির দাবিতে ইস্টার্ন চিকিৎসকদের চিকিৎসাসেবা ও প্রশাসনিক কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়া ছাড়াও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করে বলেন, তাঁরা বার বার প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন এবং প্রশাসন ও পুলিশের লোকজন পরোক্ষভাবে শিবির কর্মীদেরই সহায়তা করেছে, যে কারণে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠন দু'টি এবং পুলিশ

কলেজ অনির্দিষ্টকাল বন্ধ ঘোষণা

সূত্রে জানা যায়, গত রবিবার কলেজের মিলনায়তনে ছাত্রদলের একটি অনুষ্ঠান চলাকালে সেখানে শিবিরের জনৈক নেতা ছাত্রদল সম্পর্কে আপত্তিজনক বক্তব্য রাখে। এরই প্রতিবাদে সোমবার রাতে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল চলাকালে শিবিরের কর্মীরা তাদের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে সোমবার রাতেই উভয় পক্ষের মাঝে ধাওয়া পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। গভীর রাতে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা অস্ত্রের মুখে কলেজের পিনু ছাত্রাবাসে ঢোকে এবং সেখানে অবস্থানরত ছাত্রদল ও সাধারণ ছাত্রদের হল

(৭ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

রংপুর মেডিক্যালে

(৮-এর পাতার পর)

থেকে বের করে দিয়ে সমস্ত হলের দখল নেয়। এ সময় তাঁরা ছাত্রাবাসের সাধারণ ছাত্রদের মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে ভোরে কলেজ কর্তৃপক্ষ সেখানে পুলিশ মোতায়েন করলেও শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা দখল করে রাখা ছাত্রাবাসের কর্তৃত্ব ছাড়েনি। তারা হলের ভিতর থেকে তালা আটকিয়ে সেখানেই অবস্থান করে নারায়ে তকবির- স্লোগান দিয়ে ফাঁকা গুলিবর্ষণ ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে।

অপরদিকে হল উদ্ধারের জন্য ছাত্রদল এবং সাধারণ ছাত্ররা কয়েক দফা চেষ্টা চালালেও পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এ সময় ছাত্রদল ও সাধারণ ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ১৫/২০ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করে। ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এতে বহিরাগতসহ আহত হয় কমপক্ষে অর্ধশত ব্যক্তি। দুপুর আনুমানিক দুটোর দিকে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষসহ অন্যান্য শিক্ষক এবং ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুস সবুর ও এনামুল হকের নেতৃত্বে একদল দাঙ্গা পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়ে শিবির কর্মীদের হল থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে শিবির কর্মীরা পিনু ছাত্রাবাসে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে ছাত্রদল এবং পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। বিকাল সোয়া তিনটায় কারমাইকেল থেকে শিবিরের শতাধিক সশস্ত্র কর্মী নারায়ে তকবির স্লোগান দিয়ে ফাঁকা গুলি ছুড়তে ছুড়তে মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকে পুলিশের সহায়তায় ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ধাওয়া করে বের করে দেয়। তারা ছাত্রাবাসের একটি গ্রিল ভেঙ্গে ফেলে সেখানে অবস্থানরত তাদের কর্মীদের উদ্ধার করে বীরের মতো ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। পরে পুলিশ ছাত্রাবাসের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নজমুল ইসলাম জানান, তিনি একটি জিডি করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইতোমধ্যেই তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ এবং বিকাল ৫টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। ছাত্রদলের আহত যেসব ছাত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁরা হলেন মোঃ আলী রেজা আলবেনী রাব্বী ৩য় বর্ষ, মাসুদুল হাসান মাসুম ৪র্থ বর্ষ, তরিকুল হাসান পলাশ ৩য় বর্ষ, চন্দন কুমার ৫ম বর্ষ, সোহেল রানা সোহেল ২য় বর্ষ ও অজ্ঞাতনামা দুইজন।